দৈনিক ইত্তেফাক

10 [redacted]
[redacted] — — — — — — —
[redacted] ... ...

10 [redacted]াক্ষরতা কর্মসূচী

চীনে ৮২ সাল হইতে সাক্ষরতা অভিযান শুরু হইবার পর অতিরিক্ত এক কোটি লোক লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছে। প্রকাশ, চীনের প্রদেশগুলিতে সাক্ষরতা 'অভিযানের অংশ হিসাবে গত কয়েক বৎসর যাবৎ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, কারিগরি ও প্রশিক্ষণ স্কুল চালু হইয়াছে। বিশেষ করিয়া কৃষক প্রধান এলাকায় এই ধরনের প্রতিষ্ঠান প্রসারতা লাভ করিয়াছে বেশী। চীনে যেখানে '৮২ সাল হইতে সাক্ষরতা অভিযান শুরু হওয়ার পর পাঁচ বছরের মধ্যে এক কোটি লোক লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছে, সেখানে ১৯৪৭ সালের প্রথম স্বাধীনতার পর হইতে এ যাবৎ এদেশে শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা উনিশ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া শতকরা ২২ হইয়াছে। ইহা অবশ্যই একটি উন্নতি। তবে ইহাদের মধ্যে কয়জন 'কলম ভাঙ্গা শিক্ষিত' তাহার হিসাব না নিয়াও বলা যায়, এই মুদ্দতে সাড়ে ৪ কোটি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছে দশ কোটির উপরে। এখন,জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই হার গণনার মধ্যে ধরিলে শিক্ষিতের হার আসলেই কোন বৃদ্ধির না কি হ্রাসের সূচক, তাহা গণনা করিয়া বাহির করিতে খুব বেশী বিদ্যা-বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না।

আসলে আজ গোটা বিশ্বে যে শত কোটি মানুষ নিরক্ষর, বাংলাদেশ উহার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। ইহার পিছনেও কারণ আছে। লেখাপড়ার হাল অবস্থা, উহা দেখিয়া যত গরীব যত মূর্খ আর যত পশ্চাদপদই হউক—সাধারণ মানুষের জ্ঞানচক্ষু উন্মীখিত না হইয়া পারে না। স্বাধীনতার পর দেশের স্কুল-কলেজ-ভার্সিটিগুলিতে শিক্ষার যে দুরবস্থা তাহা কাহারও অজানা নয়। প্রাইমারী শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় ৪৪/৪৫ হাজার। শতকরা ৭০ হইতে ৮০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রীই প্রাইমারী শিক্ষার পর ড্রপ-আউট হইয়া যায়। বাদবাকী যাহারা টিকিয়া যায় তাহারাও পরীক্ষায় নকল, প্রশ্নপত্র আউট, ফলাফলে দুর্নীতি, শিক্ষাঙ্গনে একদিকে সেসন জট, পরীক্ষা পিছানো এবং অন্যদিকে অশান্তি ও নৈরাজ্যের অসহায় শিকার। সবচাইতে বেশী অসহায় বোধ হয় অভিভাবক সমাজ। অথচ যে কোন দেশে কিংবা জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির একমাত্র পথ হইতেছে শিক্ষা, শিক্ষা এবং শিক্ষা। বিশ্বের যে সব দেশ উন্নত এবং সমৃদ্ধ তাহাদের শিক্ষার হার সর্বাধিক। আমরা কথায় কথায় মুসলমান হিসাবে গর্ব করি। উঠিতে-বসিতে আল্লাহ রসুলের দোহাই দেই। অথচ ইসলাম ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ কোর-আনের প্রথম বাণী হইতে ইকরা বা পড়। সেই ধর্মের অনুসারী যারা সেই মুসলমানদের মধ্যেই নিরক্ষরতার সংখ্যা সর্বাধিক। বাংলাদেশ এ ব্যাপারে অবশ্যই এক নম্বরের। আমাদের ধর্মের বুলি-বচন ও ভঙ্গিমা যে মূলতঃ ভণ্ডামির নামান্তর ইহাই বোধ হয় তাহার বড় প্রমাণ। যাহা হউক, চীন আমাদের বন্ধুদেশ। কিভাবে চীন পাঁচ বৎসরে এক কোটি লোককে লেখাপড়া শিখাইয়াছে—সেই পন্থা ও পদ্ধতি আমরা অনায়াসেই চীনের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে পারি। কিন্তু নিরক্ষরতা দূরীকরণে আমরা কতটা আন্তরিক—গোটা ব্যাপারটাই বোধ হয় নির্ভর করিবে উহার উপরেই।